গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মে, ২০২২ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৭/০৬/২০২২
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Application Platform

উপস্থিতি	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধুরী, মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), মোসাম্মাৎ শাহানারা খাতুন, সৈয়দ বেলাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ), জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক, মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মুহম্মাদ সাদাত হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ই-পাসপোর্ট স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মোঃ রফিকুল আলম (যুগ্মপ্রধান), জনাব মো: আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জনাব মোঃ রিজওয়ানুল হুদা, যুগ্ম সচিব, প্রকল্প পরিচালক, ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জনাব আলী রেজা সিদ্দিকী, যুগ্ম সচিব, (পরিকল্পনা অধিশাখা), জনাব আরিফ আহমদ, যুগ্ম সচিব, (পরিকল্পনা-১), মো: শিহাব উদ্দিন খান ,পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনাব ড. সনজয় চক্রবর্তী, প্রকল্প পরিচালক, কারা প্রশিক্ষণ নির্মাণ প্রকল্প, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ডিআইজি প্রিজন্স ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রাজশাহী, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ডুবুরি সম্প্রসারণ প্রকল্প, জনাব মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ, উপ-সচিব, (পরিকল্পনা-২), জনাব নুসরাত জাহান, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, জনাব মো: শাহিন মিয়া , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ ছারোয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট (সংশোধত ১৭টি) প্রকল্প, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ডিআইজি প্রিজন্স ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনাব মো: শহীদ আতাহার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ১১টি মর্ডাণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, লে. কর্নেল রেজাউল করিম, প্রকল্প পরিচালক ২৫টি (সংশোধিত-৪৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মোঃ রফিকুল আলম (যুগ্মপ্রধান), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, জনাব মোঃ আব্দুল হাই, প্রকল্প পরিচালক, ০৪টি বিভাগীয় শহরে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প, লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক (পঃপ্রঃউঃ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, লেঃ কর্নেল জিল্লুর রহমান, পরিচালক অপারেশন ও মেইনটেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, উপসচিব, প্রকল্প পরিচালক, ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, জনাব গুল্লাহ সিংহ (পরিচালক), বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, জনাব মো: মাহবুবুর রব, প্রকল্প পরিচালক, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, জনাব সুব্রত কুমার রায়, প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনাব মোঃ ইলিয়াছ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, জনাব সুব্রত কুমার রায়, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালক, নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, জনাব মোঃ হামিমুর রশিদ, উপ পরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব রামেশ্বর দাস, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা, জনাব আবু নোমান মোঃ জাকির হোসেন, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) কে অনুরোধ করেন।

০২। সভায় গত ১০ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এপ্রিল, ২০২২ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩২২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যার পুরোটাই জিওবি খাতে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত ১৩০১.০২ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৯৮.৩৪% এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৬৮৯.৭২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫২.১৩% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৫৩.০১%। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত এডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। এ পর্যায়ে সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৫০.০৫ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৫০.০৫ কোটি, টাকা যা বরাদ্দের ১০০%। প্রকল্পের অনুকূলে এ সময়কালে ব্যয় হয়েছে মোট ১০৮.৪০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩০.৯৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৩০.৯৭%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩১.৯৭ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৩১.৯৭ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ২.৩২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭.২৫%। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২২২.৯৭ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ২০১.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯০.১৫%। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ১১৬.৫৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭৪.৭০% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৫৮.০০%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৭১৮.০০ কোটি টাকা। অবমুক্ত হয়েছে ৭১৮.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১০০%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৬২.৪৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬৮.৪১% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৬৮.৪১%।

০৫। <u>বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:</u>

<u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:</u>

<u>৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প:</u>
<u>আলোচনাঃ</u>

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যা জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এবং চট্টগ্রামের ভৌত নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। অল্প কিছু কাজ বাকি আছে যা আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। প্রকল্প হতে ২৯ প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল; এর অধিকাংশ উপকরণ পাওয়া গেছে। বাকি কয়েকটি উপকরণ গত ৩১ মে, ২০২২ তারিখে বিমান বন্দরে এসেছে, যা আগামী ১৫ জুন, ২০২২ এর মধ্যে ছাড় করা হবে এতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে লিফট স্থাপনের কাজ চলছে এবং সিলেটের লিফট আগামী ২০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে দেশে আসবে এবং ৩০ জুন, ২০২২ এর মধ্যে স্থাপন শেষ করা যাবে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ১৩ জুন তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রকল্পটি মানসম্মতভাবে জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:
(ক) জুন, ২০২২ এর মধ্যে মানসম্মত প্রকল্প সমাপ্তির জন্য গনপূর্ত অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;
(খ) প্রকল্পের কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে বা মালামাল সংগ্রহে ব্যত্যয় ঘটলে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাবদিহি করতে হবে;
(গ) লিফট সহ অন্যান্য উপকরণ ২৫ জুন ২০২২ এর মধ্যে স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে আলোচনায় সভাপতি বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় যে সকল প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, সেগুলি পর্যায়ক্রমে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, যে সকল প্রকল্পের উপর ইতোমধ্যে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলির ডিপিপি যথাযথভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, যেসকল প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের বিষয় রয়েছে, সেগুলির জমি নির্বাচন এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র নির্মান প্রকল্পটি একনেকে উত্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৮৮.০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের অর্থ অবমুক্তি ৬৮৮.০০ কোটি টাকা এবং মে/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৪৪৫.৪৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৬৪.৭৪%। প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন সভায় জানান যে, গত সপ্তাহে Veridos GmbH এর সাথে চুক্তি সম্পাতি হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে এলসি খোলার কাজ চলমান। তৈরীকৃত ই-পাসপোর্ট বুকলেট এর প্রথম চালান আগামী আগস্ট মাসে পৌঁছাবে। তিনি জানান, ৩০ জুন, ২০২২-এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের সমুদয় অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের সংরক্ষাণাগারের জন্য ভাড়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করে সংশোধিত প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বলেন, ই-পাসপোর্টের জন্য সংরক্ষণাগার বিশেষ ধরণের হয়ে থাকে, যা সাধারণ গোডাউনের সাথে তুলনা করা যাবে না। তিনি দ্রুত সংরক্ষণাগার ভাড়া করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট সকলকে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কপি প্রেরণ করা হবে। তিনি বলেন যে, ডিপিপি সংশোধন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য জুলাই, ২০২২ পর্যন্ত সময় প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করে জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক জানান, ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং-এর ২১ টি আইটেমের বিষয়ে বিস্তারিত Survey করে জুন, ২০২২ এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে। তিনি সভায় জানান যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮ জুন থেকে ই-গেইট চালু করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ই-পাসপোর্ট রেডিমেড বুকলেট, বুকলেট তৈরীর কাঁচামাল এবং কারিগরী যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষাণাগারের সংশোধিত প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে ১২ জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) জুলাই, ২০২২- এর মধ্যে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে দ্রুততম সময়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর সমস্যাবলি জুন,২০২২-এর মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহ আগামী অর্থ বছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২২ মেয়াদে ১২৮৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ৮টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কাজ রোডম্যাপ অনুযায়ী জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে শেষ হবে। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ৮টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কাজ রোডম্যাপ অনুযায়ী অক্টোবর, ২০২২ এর মধ্যে শেষ হবে। তাছাড়া, গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ শেষ হবে তিনি সভায় জানান। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং রোডম্যাপ অনুযায়ী অক্টোবর, ২০২২ এর মধ্যে কাজ শেষ হবে। গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২-এ শেষ হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় লিফট ক্রয়ের জন্য ২ বার দরপত্র আহবান করা হলেও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে টেন্ডার না পাওয়ায় কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। লিফট ক্রয়ের জন্য পুন:টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২-এ সমাপ্ত করতে হবে; এ প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না। প্রকল্পের কাজ এ সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। কোন কাজ শেষ করা সম্ভব না হলে, কেন কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি তার কারণ নির্ণয় করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার কর্মপরিকল্পনা করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসের নির্মাণ কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে,

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভাসমূহ আগামী অর্থ বছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমূহঃ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভায় বলেন যে, এ প্রকল্পের অধীনে ০৫টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যা জুনের ১ম সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়। কিন্তু বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে যে, আগামী ১৫ জুন, ২০২২ এর মধ্যে তারা কাজ শেষ করতে পারবে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বাদ পড়া ০৮টি স্টেশনের মধ্যে ০২টির জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আরো ১টির টাকা দেওয়া হয়েছে। বকিগুলোর জমি মামলাসহ বিভিন্ন জটিলতায় অধিগ্রহণ বা টাকা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি ১৫ জুন, ২০২২ এর মধ্যে মানসম্মতভাবে প্রকল্পের সকল নির্মাণকাজ শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;

(খ) জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে, এলক্ষ্যে গনপূর্ত অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কোন কাজ/অংগ অসমাপ্ত থাকলে এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

<u>দেশের গুরুত্বপুর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প:</u>

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের অধীনে ১৪৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের মধ্যে ১৪১টি স্টেশনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে এবং ২টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলছে। সিলেট (বিশ্বনাথ) এবং নেত্রকোণা (খালিয়াজুরী)-এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজ একটু পিছিয়ে রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, সিলেট (বিশ্বনাথ) এর ঠিকাদারের যথাসময়ে কাজ না করার জন্য গাফিলতি রয়েছে; এখানে মূল ঠিকাদার কাজ করে না। তবে সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী আগামী ২০ জুনের মধ্যে কাজ শেষ হবে মর্মে জানিয়েছেন। এছাড়া, নেত্রকোণার খালিয়াজুরীতে বন্যার কারণে কিছুটা সমস্যা হলেও ১৫ জুনের মধ্যে কাজ শেষ হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান। জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে তিনি বলেন যে, বাদ পড়া ১৩টি স্টেশনের মধ্যে ৭টি স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি জমির মামলা রয়েছে, বাকি ৪টির মধ্যে চৌহালী ও আজমেরিগঞ্জ জমির প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া, দেবীদ্বারে প্রাক্কলনের চিঠি জেলা প্রশাসন কুমিল্লা হতে পাওয়া যাবে। তবে, নাইক্ষ্যংছড়িতে জমি নির্বাচন নিয়ে সমস্যা রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান। সভাপতি জমি অধিগ্রহণসহ প্রকল্প কাজ যথাসময়ে সমাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে্ গনপূর্ত অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(খ) জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের কোন কাজ/অংগ অসমাপ্ত থাকলে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

<u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:</u>

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এই প্রকল্পের ৯টি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে ৪টি উপকরণ পাওয়া গেছে এবং বাকিগূলো আগামী ১৫ জুন, ২০২২ এর মধ্যে পাওয়া যাবে। তিনি সভায় জানান যে, বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বর্তমানে জারিকৃত সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী ডুবুরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে সভাপতি যথাসময়ে প্রশিক্ষণের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলা হলেও, তা না নেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মানসম্মতভাবে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ১৫ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে উপকরণ সংগ্রহসহ যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(খ) যথাসময়ে উপকরণ সংগ্রহ না করা হলে বা জটিলতা হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

<u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ২টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। এপিএ তে ৩টি স্টেশন জুন, ২০২২ এর মধ্যে করার জন্য নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর স্টেশনের ৯০% নিমাণ কাজ শেষ হয়েছে,

এখানে মূল ঠিকাদার এর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি কাজ করছেন এবং তিনি ঠিকমতো কাজ করছেন না।। এটি সম্পন্ন করা গেলে এপিএ টার্গেট পূরন করা সম্ভব হবে। এছাড়া গনপূর্ত অধিদপ্তর প্রেরিত সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি জুন, ২০২২ এর মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন যে, ২টি স্টেশনের কাজ শেষ হলেও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই অনুযায়ী সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ঠিকাদারের বিষয়ে তিনি কোন পত্র দেন নাই। এগুলো ডকুমেন্টেড করা উচিত ছিল মর্মে সভাপতি মতামত প্রদান করেন। এ পর্যায়ে সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন যে, বৈদ্যুতিক সংযোজন না পাওয়ায় স্টেশন দু'টি বুঝিয়ে দেওয়া যায় নি। এছাড়া, রূপপূর পারমানবিক স্টেশনের টেন্ডার মূল্য "over" হওয়ায় চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শে সেটি বাতিল করা হয়েছে; আগামী ১৫ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে পুনরায় টেন্ডার করা হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মানসম্মতভাবে নির্মাণ কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) এই প্রকল্পের আওতায় ৩টি স্টেশন নির্মাণের জন্য এপিএতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গনপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের স্থানসমূহ পরিদর্শন করবেন ও মানসম্মতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করবেন;

(ঘ) প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ায় আগামী ১৫ জুন, ২০২২ এর মধ্যে নতুন কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, এ বিভাগের কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ভৌত অবকাঠামো কাজ শেষ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া হতে উপকরণ শিপমেন্ট করা হয়েছে এবং পোর্টে পৌঁছেছে। দ্রুত এ সকল উপকরণ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) উপকরণ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহঃ

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি যা অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, আরডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় যে সকল টেন্ডার করা হয়েছিল সেগুলির কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পকাজের সংস্থান অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে বাস্তবায়ন কাজ শুরু এবং মনিটরিং করা প্রয়োজন। সভাপতি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করে মনিটরিং জোরদার করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) নতুন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ৭৩.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৮.০০ কোটি এবং এ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি হয়েছে ৭.০০ কোটি টাকা। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত ০৯/০৩/২০২২ তারিখে পিইসি সভা হয়েছে। পিইসি সভার নির্দেশনার আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১২/০৫/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলেন যে, সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে, সুতরাং অনুমোদনের পরপরই যাতে প্রকল্প কাজ শুরু করা যায়, সেজন্য প্রকল্পের টেন্ডারের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখা প্রয়োজন। তবে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে work order দেওয়া যাবে না। প্রকল্প পরিচালক বলেন, RDPP অনুমোদনের জন্য একনেক-এ উপস্থাপিত হবে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যুগ্মপ্রধান এ বিষয়ে বলেন, যতদ্রুত সম্ভব একনেক-এ উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে ,পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদন হলেই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প কাজ সমাপ্তির জন্য রোডম্যাপ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পটির বিভিন্ন কম্পোনেন্টের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখতে হবে; তবে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ দেওয়া যাবে না;

(খ) পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যেগ নিতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা, যার পুরোটাই অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল পূর্ত ও নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপির উপর ১২/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে

প্রণীত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, লক্ষমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। সভাপতি, পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) আরডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জ্যামার ক্রয়ের নিমিত্ত টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং গত ২০/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে এবং ১২/০৫/২০২২ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। কারিগরী কমিটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জ্যামার ক্রয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি জ্যামার ক্রয়ের বিষয়ে ধীরগতি এবং দীর্ঘসুত্রিতার বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারা মহাপরিদর্শক বলেন, প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ০৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদিত হলে বর্ধিত সময়ে জ্যামার ক্রয়সহ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সুবিধা হতো বলে তিনি সভায় জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের সকল উপকরণের স্টক রেজিষ্টার এবং সেগুলোর বর্তমান অবস্থার একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে অতি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) যথাসময়ে মোবাইল জ্যামারের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪.০০ কোটি যার পুরোটাই অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ এ, বি ও সি জোনের মধ্যে জোন বি -এর কাজ চলছে এবং জোন এ-এর স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন যে, চলতি অর্থবছরের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করা যাবে। প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের কারিগরি কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি সভায় জানান। বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পকাজের সময়াবদ্ধ

কর্মপরিকল্পনা করে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম জুন, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্প কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের সংরক্ষণ অংশের কার্যক্রমে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন প্রকার ভুল না হয়।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

<u>কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:</u>

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা, যার পুরোটাই অবমুক্ত করা হয়েছে এবং বরাদ্দের ৯৮.৫০% ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, চুক্তি অনুযায়ী পেরিমিটার বাউন্ডারীর কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য ঠিকাদারকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কারাগারের সীমানায় বিদ্যমান জমির সমস্যার বিষয়ে সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের কাজ বাস্তবে কতটা হচ্ছে তা তদারকি করতে হবে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রতিটি অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী বাস্তবে কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন না করলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

<u>নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:</u>

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের বরাদ্দের মে, ২০২২ পর্যন্ত ৬২.৯০% ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। তিনি জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ (দু্ই) বছর বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে আইএমইডি হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি বলেন, Roadmap অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং তা নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) পূর্ত কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করে পণ্যের দরপত্র আহবান করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পূর্ত কাজের ২টি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-২ এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে, যার ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্যাকেজ-১ এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং প্যাকেজ ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত প্যাকেজের টেকনিক্যাল অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত সার্কেল অফিসে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গণপূর্তের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, গণপূর্ত সার্কেল অফিসে কোন কাজ পেন্ডিং নেই। প্যাকেজসমূহ প্রাক্কলন পর্যায়ে আছে এবং দুইটি প্রকল্পের প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে; ১৫ জুনের মধ্যে টেন্ডার লাইভে যাবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) দ্রুততার সঙ্গে প্যাকেজগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সভা সম্পন্ন করতে হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের নতুন প্রকল্পঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহের আওতায় বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং যাচাই কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং গুরুত্ব বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে তালিকাভুক্ত প্রতিটি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে, তিনি যথাযথভাবে মানসম্মত ডিপিপি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.১৭১

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

১১ জুন ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ
৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৫) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৬) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৭) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
২১) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
২২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২৩) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২৪) যুগ্মসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৬) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব